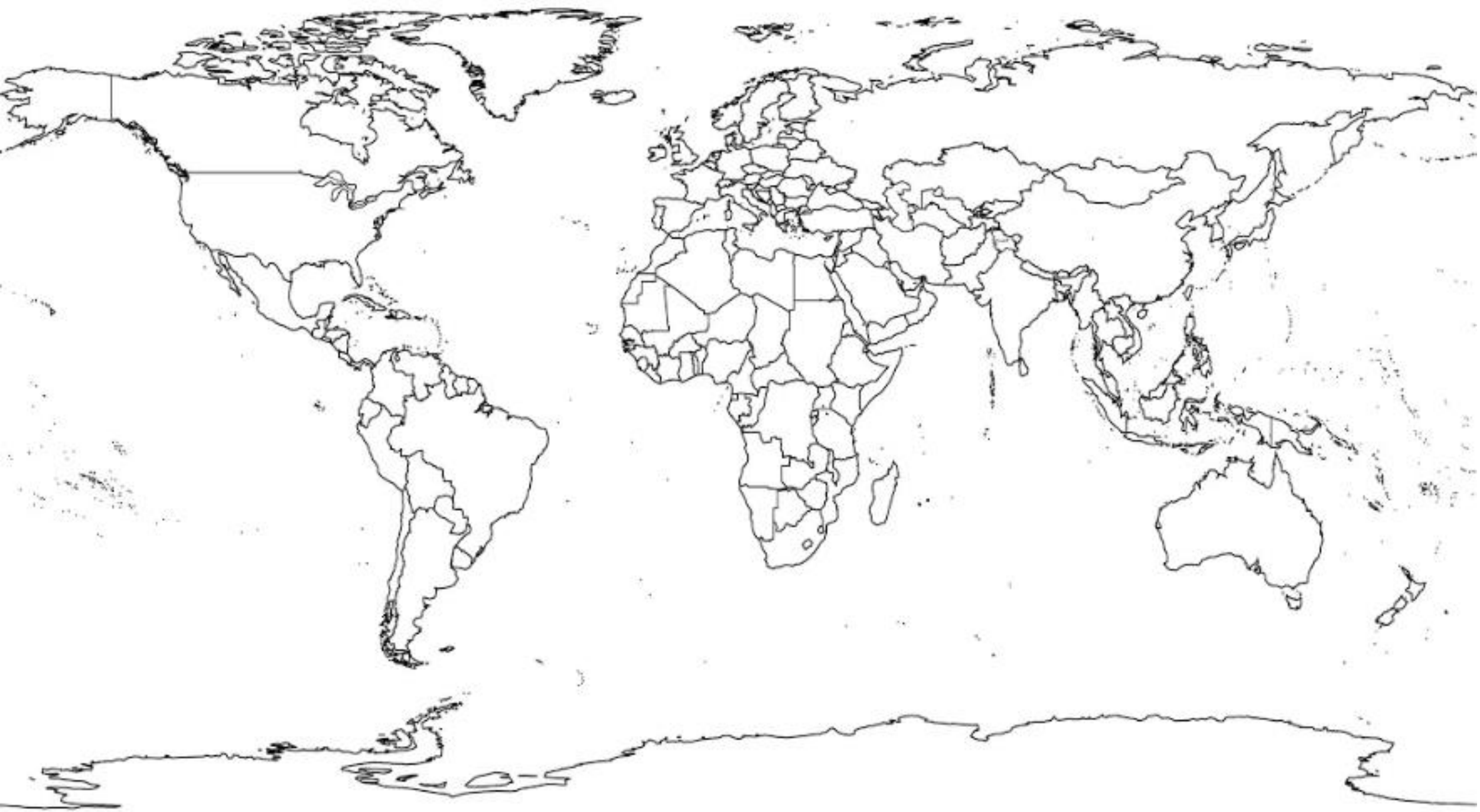

GREENLAND
U.S.A.
CANADA
U.S.A.
MEXICO
NORTH ATLANTIC
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
IRAN
IRAQ
INDIA
PHILIPPINES
NORTH PACIFIC
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
VENEZUELA
GUYANA
COLOMBIA
ECUADOR
BRAZIL
PERU
BOLIVIA
CHILE
ARGENTINA
INDIAN OCEAN
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
SOUTH PACIFIC
SOUTH ATLANTIC
N
W
E
S
ANTARCTICA

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে

জাতিসংঘের ভূমিকা

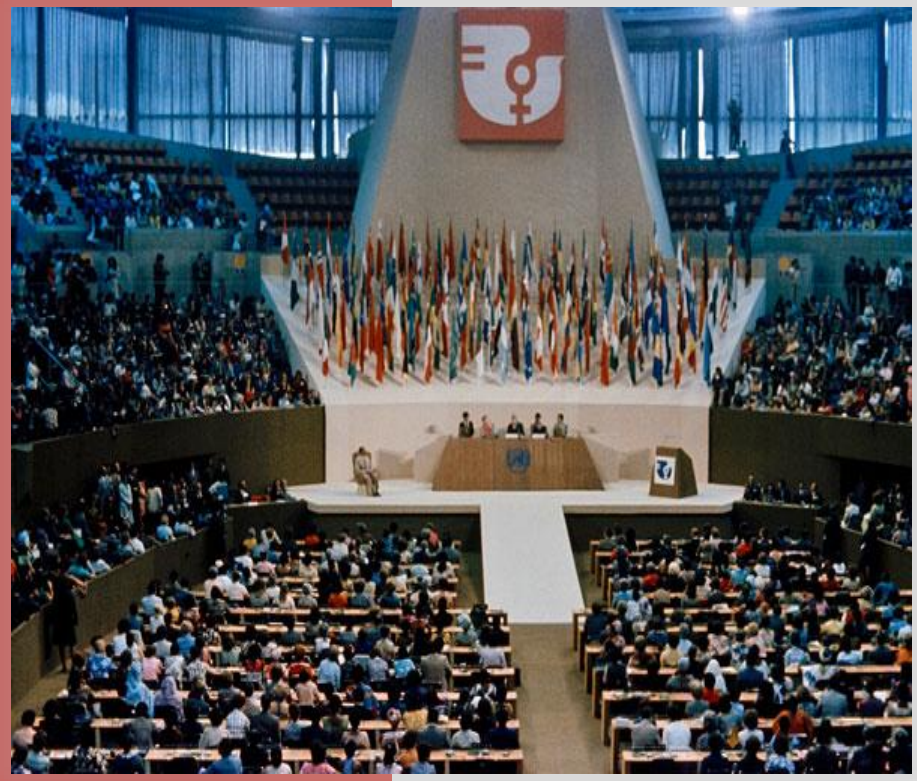

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও সনদ ও আইন প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারী উন্নয়নে যেসব কাজ করে তা হলোঃ

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও (১৯৭৯)

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Or CEDAW 1979) :

নারীর প্রতি সকল প্রকার **বৈষম্য বিলোপ** সনদটি 'সিডও' নামে পরিচিত। **১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর** মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি **গৃহীত** হয়। **১৯৮১ সালে** ২৭টি দেশ সমর্থন করার পর এটি **কার্যকর** হয়।

বাংলাদেশসহ মোট ১৮৯টি দেশ বর্তমানে সনদটি সমর্থন করেছে। এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। এটি বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গৃহীত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।

নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে
সিডও সনদের ভূমিকা

নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুললো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য

এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

CEDAW

সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে **২৫শে নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস'** হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ।

জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

ধন্যবাদ
EXECUTIVE DIRECTOR
UN-WOMEN
CHAIR CSW